ch01-061.qxd 1/20/2007 9:26 PM Page 6

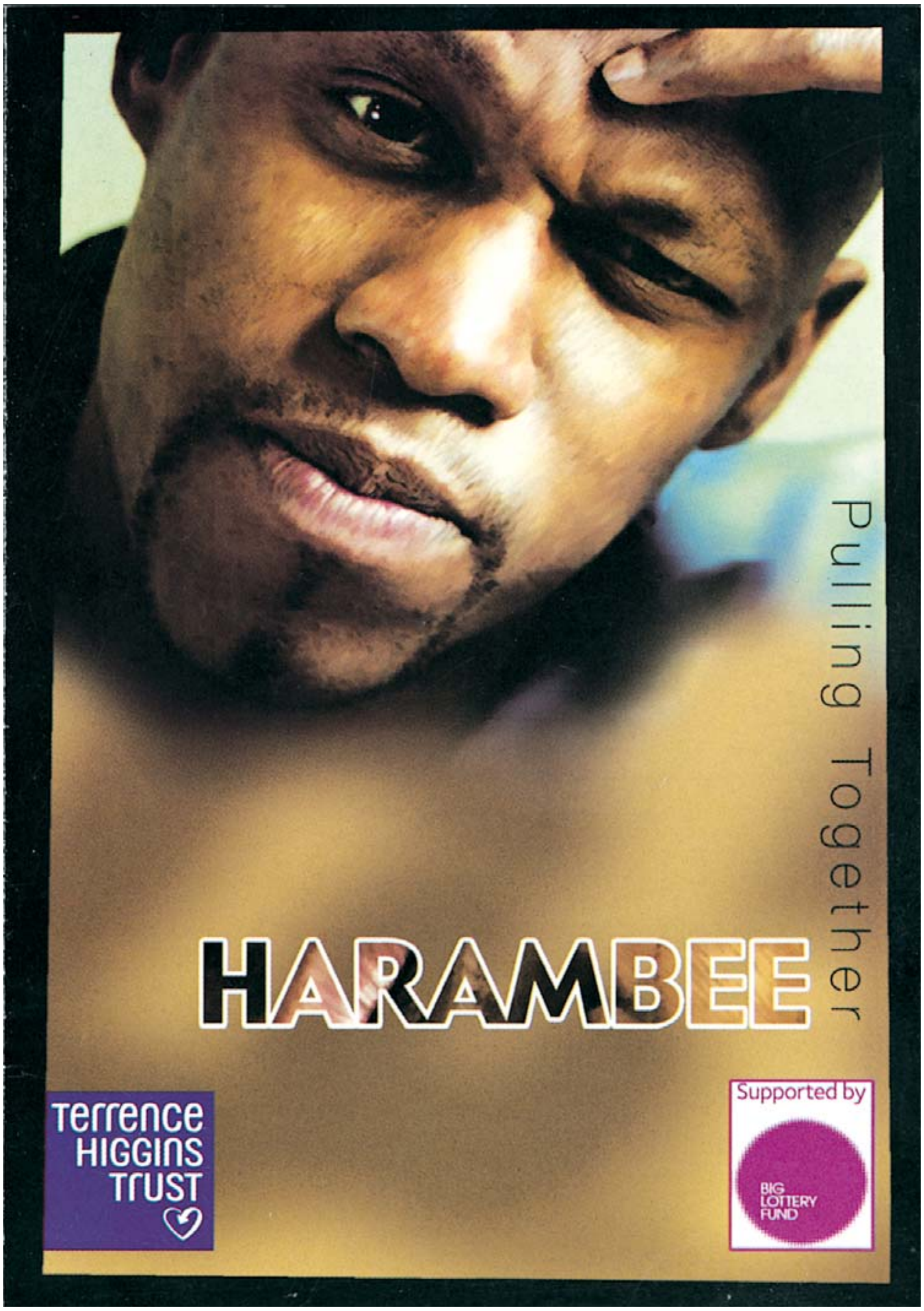

ch01-061.qxd 1/20/2007 9:27 PM Page 7

1

এইচ আই ভি /এইডস্ - এর পঁচিশ বছর

জুন ২০০৬ HIV/ AIDS - এর সম্বন্ধে আলোচনায় পঁচিশ বছরে পা দিল। ১৯৮১ - র ৫ ই জুন CDC (Centres for Disease Control and Prevention) AIDS-এর খোঁজ করার জন্য একটা রিপোর্ট বার করেছিল যেখানে পাঁচজন সমকামী পুরুষের মধ্যে নিউমোনিয়া দেখতে পায়। ১৯৮২ সালে এই রোগটিকে নাম দেয় AIDS (Acquire Innuno deficiency Syndrome)

১৯৮৪ সালে গবেষকরা (Human Immuno deficiency Virus) আলাদা এবং সেটা পরে AIDS এ পরিণত হয়। এর আবিষ্কার করেন – Pasteur Institute (France) – এর Lue Mcntagnier আর National Institute of Health (USA)- এর Robert Gallo.

১৯৮৭ সালে Anti-Retroviral Drugs আবিষ্কার হয় এবং এই ওষুধ প্রচুর লোকের প্রাণ বাঁচাতে সাহায্য করে।

গত পঁচিশ বছরের মধ্যে গোটা পৃথিবীতে HIV-তে আক্রান্ত হয়েছে অনেক লোক এবং এবং সাধারণ মানুষের মৃত্যুও হয়েছে। এই রোগটির দক্ষিণ আফ্রিকায় বেশি প্রভাব ফেলেছে।

গোটা বিশ্বে, ২৫ মিলিয়ন লোক AIDS-এ কারণে নানারকম অসুখে মারা গেছে। কেবলমাত্র ২০০৫ এ ২.৮ মিলিয়ন লোকেরা আক্রান্ত হয়। যদিও প্রথমদিকে এটা

www.aidsposters.org

ধারণা ছিল কেবলমাত্র এটা সমকামী লোকেদের রোগ কিন্তু ধীরে ধীরে সাধারণ মানুষের মধ্যেও এটা চলে এসেছে।

২০০৬ সালে Global AIDS Epidemic-এ দেখা গেছে ১১,০০০ জন লোক নতুনভাবে রোগ ধারণ করেছে এবং ৮০০০টির মৃত্যু প্রতিদিন হয়। এত হাঙ্গামার পরও HIV/ AIDS কিন্তু গোপনভাবে লোকেদের ধাওয়া করছে।

১৯৮১র থেকে ঃ

- HIV ভাইরাস সনাক্ত করা হয়েছে
- রোগ নির্ণয় পরীক্ষার উন্নতি

হয়েছে

- Anti-Retroviral Therapy (ART) -র আবিষ্কার, যেটা জীবনের সীমারেখাকে বাড়াতে সাহায্য করে।
- বিশ্বজুড়ে এই মহামারি-র ওপর লোকের নজর

বিশেষ করে ঃ

- ইতিহাসে বলা যায় HIV/AIDS এক বড় মহামারি-র আকার ধারণ করেছে। বিশেষ করে ১৫ থেকে ৪৯ বৎসর প্রাপ্তবয়স্করা-ই বেশি আক্রান্ত হন এই রোগে।
- যতটা নাকি AIDS সম্বন্ধে আলোচনা বা প্রচার করা হয়, তার আরও দ্রুতগতিতে এই মহামারি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে।
- এর সাথে মানবিক, সামাজিক এবং আর্থিক অবস্থা ভীষণভাবে জড়িত থাকে।
- বিশ্বের অনেক প্রান্তে এখনও ART -র সুবিধা পাওয়া যায় না
- HIV - র ওষুধ এখনও বের হয়নি তবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন গবেষকরা।

কুড়ি বছর হল HIV ভারতে এসেছে

আজকের অবস্থা দেখলে বলা যায়, বিশ্বের মস্ত বড় HIV -র ঘাঁটি হচ্ছে ভারত। এখানে সবচেয়ে বেশি HIV/AIDS -এ

কিছু ধারাবাহিক ধাপ

১৯৫৯ ঃ কঙ্গোর পুরানো দিনের লোকেরা মনে করেন যে, HIV-র সনাক্তের জন্য কখনই মানুষের শরীর থেকে রক্ত নিয়ে পরীক্ষা করা হয়নি।

১৯৮১ ঃ সিডিসি রিপোর্টে অন্য পাঁচ ধরণের নিউমোনিয়া পাওয়া গিয়েছিল এবং সেখান থেকেই হল এই মহামারির উৎপত্তি।

১৯৮২ ঃ AIDS সনাক্ত হয় এবং এটা কি কি মাধ্যমে ছড়ায় এর সম্বন্ধে জানা যায়।

১৯৮৪ ঃ USA-র ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ্ হেলথে-র Rabert Gallo এবং ফ্রান্সের ‘পাস্তুর ইনস্টিটিউট’-এর Luc Montagnier HIV-কে আলাদা করে।

১৯৮৫ ঃ HIV পরীক্ষার প্রথম অনুমতি পায়।

১৯৮৭ ঃ AIDS-র চিকিৎসা এবং AZT- কে প্রথম USA -তে সমর্থন করা হয়।

১৯৯২ ঃ ভারতে NACO (National AIDS Control Organisations)-এর স্থাপিত হয়।

১৯৯৪ ঃ আমেরিকার ২৫-৪৪ বছরে লোকেদের মধ্যে AIDS সবথেকে একটা বড় রোগ হয়ে দাঁড়ায় এবং মস্ত বড় মৃত্যুর কারণ হয়।

১৯৯৫ ঃ Anti-Retrovital Therapy- র প্রথম উত্থাপন।

১৯৯৬ ঃ UNAIDS(Joint United Nations Programme on HIV/AIDS) গঠন করা হয়।

১৯৯৭ ঃ Brazil সর্বপ্রথম Anti-Retrovital চিকিৎসা শুরু করে। এই কারণে USA- এতে ৪০%-এর অধিক AIDS রোগে মারা যাওয়ার সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকে।

১৯৯৯ ঃ সর্বপ্রথম ওষুধ বের হয় মানুষের শরীরে পরীক্ষা করার জন্য।

২০০০ ঃ Millennium Development Goals -এর মধ্যে AIDS, T.B. এবং Malaria- কে বিশেষভাবে যুক্ত করা হয়েছে।

২০০১ ঃ United Nations General Assembly প্রথম AIDS-এর ওপর বৈঠক করার আহবান জানায়।

২০০২ ঃ বিশ্ব জুড়ে আর্থিক পুঁজি (Global Fund) তৈরি করা হয়েছিল যাতে এর সাহায্যে AIDS, Malaria, TB -র সাথে লড়াই করা যাক।

২০০৩ ঃ WHO জানায় ‘3 by 5’ প্রকল্পের কাজ

২০০৬ ঃ HIV মহামারি পঁচিশ বছরে পা দিল। ভারত গোটা বিশ্বের মধ্যে সর্বপ্রথম দেশ হল যেখানে সবচেয়ে বেশি লোক HIV/AIDS- এ আক্রান্ত অবশ্য দক্ষিণ ভারতের চারটে বড় রাজ্য এমনকি তামিলনাড়ুতে HIV -এর সংখ্যা অনেকটা হ্রাস পেয়েছে বর্তমানে।

ch01-061.qxd 1/20/2007 9:28 PM Page 9

HIV/AIDS - এর তথ্য

১৯৮১ থেকে আজ পর্যন্ত AIDS-এর মৃত্যুর সংখ্যা	২৫ মিলিয়নের বেশি
২০০৫ সালে গোটা বিশ্বের AIDS-এর মৃত্যুর সংখ্যা	২.৮ মিলিয়ন
২০০৫ শুধু ভারতে AIDS-এর মৃত্যুর সংখ্যা	৪,০০,০০০
বিশ্বে আজ পর্যন্ত HIV-তে আক্রান্ত	৩৮.৬ মিলিয়ন (প্রাপ্তবয়স্কের ১%)
ভারতে আজ পর্যন্ত HIV-তে আক্রান্ত	৫.৭ মিলিয়ন
২০০৫ সালে কত লোকের Anti-Retorviral ওষুধের প্রয়োজন ছিল	৬.৫ মিলিয়ন
২০০৫ সালে কত লোক Anti-Retorviral ওষুধ গ্রহণ করেছিল	১.৩ মিলিয়ন
২০০৫ সালে NACO -র মাধ্যমে কতজন লোক Anti-Retorviral ওষুধ পেয়েছে	২৩.৭৮৪

ইউ এন এইডস্ থেকে প্রাপ্ত, ২০০৬

আক্রান্ত (PLHA) লোকের সংখ্যা দেখা যায় বিশ্বের ৫.৭ মিলিয়ন লোকের মধ্যে প্রায় ৭ জনের মধ্যে একজন ভারতীয়কে HIV পজিটিভ দেখা যায়।

ভারতে প্রথম ১৯৮৬ সালে HIV আবিষ্কার করা হয় চেন্নাই-তে। এই বছরেই National AIDS Committee গঠন করা হয় এবং পাঁচবার বৈঠক করে ১৯৮৬ এবং ১৯৯৪-এর মধ্যে। NACO (National AIDS Control Organisations) ১৯৯২ সালে গঠন করা হয় এবং ভারত সরকারের এই সংস্থাটি HIV/AIDS মহামারিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্যই খোলা হয়েছিল।

NACP - র ডাইরেক্টর জেনারেল শ্রীমতী সুজাতা রাও বলেন যে, আমাদের অনেক সময় লেগেছে এই ভয়ঙ্কর মহামারিকে বুঝতে এবং তার সঙ্গে কিভাবে কাজ করতে হবে তা নির্ণয় করতে।

NACP-I (National AIDS Control Programme-I) র ১৯৯২-১৯৯৯ সালে কেবলমাত্র লোকদেরকে সচেতন করা এবং রক্তদান করাটাই মুখ্য কাজ ছিল। এইসময়হে কিছুটা কাজ করা হয় যৌনকর্মীদের সঙ্গে, নেশা-করা লোকদের সঙ্গে এবং যৌনসম্পর্কে লিপ্ত পুরুষ-পুরুষের সঙ্গে। State AIDS Control Society গঠন করা হয় ঠিক ওই সময়।

NACP-II চলে ১৯৯৯ সাল থেকে ২০০৬ অবধি। এর মুখ্য কাজ ছিল HIV/AIDS কতটা সংখ্যায় এসে দাঁড়িয়েছে ভারত, যে সমস্ত লোকেরা বেশি HIV/AIDS হওয়ার সম্ভাবনা রাখেন এঁদের বোঝানো, খুব সামান্য আবেগের মধ্যে দিয়ে জনসাধারণকে সহায়তা করা, HIV পীড়িত মায়েরা যাতে নবজাত শিশুদের না দিতে পারেন HIV রোগ, UN AIDS -এর মতে ভারতে ১-৬ % গর্ভবতী মায়েরা (HIV পীড়িত)

ভারতে HIV-র হিসেব

মিলিয়নে

বছর	১৯৯৯	২০০০	২০০১	২০০২	২০০৩	২০০৪	২০০৫
হিসেব	৩.৫	৩.৮৬	৩.৯৭	৪.৫৮	৫.১০৬	৫.১০৪	৫.২০/৫.৭

২০০৬ - এর লোকের ৫.২১ মিলিয়ান সংখ্যাটা ১৫-৪৯ বছর লোকেদের মধ্যে ছিল। ইউ এন এইডস্ - এর ৫.৭ মিলিয়ান সংখ্যাটা ১৫ থেকে ৫০ বছরের উর্ধের লোকেদের মধ্যে ছিল। নাকো এবং ইউ এন এইডস্ এর থেকে প্রাপ্ত।

ch01-061.qxd 1/20/2007 9:29 PM Page 10

অঞ্চল অনুযায়ী এইচ আই ভি

অঞ্চল	প্রাপ্তবয়স্ক (১৫ + এবং বাচ্চারা যারা HIV আক্রান্ত)	প্রাপ্তবয়স্করা (১৫-৪৯)	মৃত্যু ২০০৫
সাব সাহারণ আফ্রিকা	২৪.৫ মিলিয়ন	৬.১	২.০ মিলিয়ন
উত্তর আফ্রিকা এবং মিডল্ ইস্ট	৪,৪০,০০০	০.২	৩৭,০০০
এশিয়া	৮.৩ মিলিয়ন	০.৪	৬,০০,০০০
ওসিনিয়া	৭৮,০০০	০.৩	৩,৪০০
ল্যাটিন	১.৬ মিলিয়ন	০.৫	৫৯,০০০
আমেরিকা ক্যারিবিয়ান	৩৩,০০০০	১.৬	২৭,০০০
পূর্ব ইউরোপ মধ্য এশিয়া	১.৫ মিলিয়ন	০.৮	৫৩,০০০
উত্তর আমেরিকা পশিম ও মধ্য ইউরোপ	২.০ মিলিয়ন	.৫	৩০,০০০
মোট	৩৮.৬ মিলিয়ন	১.০	২.৮ মিলিয়ন

ইউ এন এইডস্ থেকে প্রাপ্ত, ২০০৬

শুধুমাত্র ART পাচ্ছে।

NACO-র মতে, প্রায় ৪৫% লোকদের সঙ্গে কাজ করা হয়েছে যারা সমকামী ব্যবহারে লিপ্ত থাকেন। ৫২ % যৌনকর্মীদের সঙ্গে এবং ৯৩.৫% ট্রাক-চালকদের সঙ্গে।

ART-কেও চালু করা হয়েছিল NACP-II সময়ের মধ্যেই। কিন্তু সেই পরিমাণে, যেভাবে HIV/AIDS সম্বন্ধে কলঙ্ক লোকদেরকে পৃথক করে রাখে, এইসবের ওপর সেরকম কাজ হয়নি। NACP-II -তে ১৪২৫ কোটি টাকার বাজেট ছিল।

NACP-III শুরু হওয়ার কথা ছিল ২০০৬ সালে। এটার মুখ্য কাজ হবে জনসাধারণের চিকিৎসা করা এবং রোগের প্রতিরোধ করা।

দেশ	প্রাপ্তবয়স্ক (১৫-৪৯ বছর) HIV (%) ২০০৫ সাল
সোয়াজিল্যাণ্ড	৩৩.৪
বটস্ওনা	২৪.১
লেসেথো	২৩.২
নাম্বিয়া	১৯.৬
দক্ষিণ আফ্রিকা	১৮.৪

ইউ এন এইডস্ থেকে প্রাপ্ত, ২০০৬

মহামারি

সাব সাহারণ আফ্রিকা

সাব সাহারণ আফ্রিকা বিশ্বের সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতির পর্যায়ে পড়েছে। অন্যদিকে দেখা যায়, দক্ষিণ আফ্রিকাতে যে তুলনায় AIDS-এ লোকের মৃত্যু হচ্ছে, ঠিক সেই তুলনায় লোকেরা HIV-তে আক্রান্ত ও হচ্ছে। এই অঞ্চলে পৃথিবীর ২.৮ মিলিয়ন লোকের মধ্যে ২ মিলিয়ন লোকের ভারতে ২০০৫-এ মৃত্যু হয়েছে। এটাও দেখা গেছে যে, কেনিয়া, জিম্বাবোয়ে এবং বারকিনা ফাসো শহরে এবং দক্ষিণ ভারতে HIV-র প্রকোপ অনেকটাই আয়ত্তের মধ্যে আনা গেছে।

বর্তমানে সাব সাহারণ আফ্রিকার লোকেরা ২০০৩-এর তুলনায় বেশ ভাল ART-এর সুবিধা পাচ্ছে। ২০০৫ সালের ডিসেম্বরে প্রায় ৮,১০,০০০ লোকেরা ART-এর সুবিধা গ্রহণ করেছে। ১৭% লোকেরা মোট ৪.৭ মিলিয়ন লোকের মধ্যে ART-এর প্রয়োজন।

পরবর্তীকালে UNAIDS এক

ch01-061.qxd 1/20/2007 9:30 PM Page 11

নতুন মাধ্যমে HIV-এর সংখ্যা বার করার প্রচেষ্টা চালিয়েছে।

এশিয়া

৮.৩ মিলিয়ন লোকের মধ্যে প্রায় ২/৩ শতাংশ লোকেরা এশিয়াতে রয়েছে যারা HIV তে আক্রান্ত। এর তুলনায় চীন-এ ৬,৫০,০০০ লোক HIV-তে আক্রান্ত এবং এর মধ্যে বেশির ভাগই ইঞ্জেকশনের নেশা করে।

এশিয়ার মধ্যে ভারতে ৭০% লোকেদের ART-র প্রয়োজন। কিন্তু কেবলমাত্র ১০% লোকেরাই এর সুবিধা পেতে পারছে। একসময় থাইল্যাণ্ডে দেখা গেছে যে, 'কণ্ডোম' প্রচারের জন্য ওর নাম সবচেয়ে ওপরে রয়েছে, এবং তাতে অনেকটা HIV-কে সংযত করা গেছে। কিন্তু ধীরে ধীরে বিশেষ করে সমলিঙ্গ লোকদের মধ্যে কণ্ডোম ব্যবহার করাটা কমতে শুরু করেছে এবং তাতে HIV-র প্রকোপ নিঃসন্দেহে বাড়ছে।

পাকিস্তানের কথা যদি বলা যায়, তাহলে ২০০৫ সালে ওখানে দেখা গেছে যে, ৮৫,০০০ প্রাপ্তবয়স্ক এবং বাচ্চারা HIV তে আক্রান্ত। ২০০৪ সালে দেখা গেছে যে, চারজন নেশাগ্রস্ত লোকেদের মধ্যে অন্তত একজন HIV পজেটিভ।

রিবন প্রজেক্ট

HIV/AIDS - র ক্ষেত্রে আমরা সবাই লাল রিবনের কথা জানি। এটির অর্থ হল সবাই AIDS প্রতিরোধের জন্য লড়াই করছে। কিন্তু কথা হচ্ছে, কিভাবে এবং কোথা থেকে এই লাল রিবনের উৎপত্তি?

Visual AIDS একটি নিউওয়ার্ক -এর সংস্থা যেটা কয়েকজন আর্টিস্ট মিলে খুলেছিলেন এবং তার উদ্দেশ্য ছিল যাঁরা HIV/AIDS-এ মারা গেছেন তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো এর মাধ্যমে।
Patrick O' Connell, Visual AIDS - এর পরিচালক ১৯৯১ সালে ঠিক করেন যে, আমেরিকার যৌনকর্মীদের জন্য 'গালফ্ ওয়ার'-এর সময় হলুদ রিবন দেওয়া হবে। পরবর্তীকালে সেটাকে লাল রিবন করা হয় এই কারণে যে, লাল সবাইকে বেশি আকর্ষিত করে, রক্তের মত লাল, বেশি শক্তিশালী এবং আলোময় হয়।

১৯৯১ সালের ২রা জুন O' Connell তিন হাজার লাল রিবন পাঠান HIV/AIDS কর্মশালায় যেখানে অনেক নামী ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। এই অনুষ্ঠানে চলচ্চিত্রকার Jeremy Irons সর্বপ্রথম লাল রিবন পরেন।

এরপর ধীরে ধীরে লাল রিবন সর্বত্রই প্রচার হয় এবং বিভিন্ন জায়গায় এমনকি গেঞ্জিতে, টুপিতে, ঘড়িতে লাগতে শুরু করে লোকেরা।

একটি খাঁটি রুবি ১৪ ক্যারেট গোল্ডের তৈরী। রেড রীবন পিন হিসাবে, লকেট হিসাবে পাওয়া যায়।

www.generousgems.net

ch01-061.qxd 1/20/2007 9:30 PM Page 12

পূর্ব ইউরোপ এবং মধ্য এশিয়া

এখানে ১.৫ মিলিয়ন লোকেরা HIV-তে আক্রান্ত। দেখা গেছে, HIV-র সংখ্যা বেড়েই চলেছে এবং বিশেষ করে মহিলারা এর শিকার হয়েছে। তার মধ্যে ৭০% লোকেরা HIV পজিটিভ যারা নেশাগ্রস্ত, ২৮% লোকেরা কেবলমাত্র ART-এর সুবিধা নিতে পারে।

ক্যারাবিয়ান

বিশ্বের দ্বিতীয় HIV-এ আক্রান্ত হয় এই দেশ। এখানে প্রায় ৩,৩০,০০০ লোকেরা HIV-তে আক্রান্ত ।এর মধ্যে ২২,০০০ হল বাচ্চা যারা ১৫ বছরের কম বয়স। প্রাপ্তবয়স্কের মধ্যে ৫১ % হল মহিলারা।

জাতীয় স্তরে প্রাপ্তবয়স্করা প্রায় ২ % এর বেশি HIV -তে আক্রান্ত হয় ত্রিনিদাদ এবং টোবাগো-তে। ৩ %-এর বেশি হল বাহামাস্ এবং হাইতি-তে।

পৃথিবীর অন্যান্য জায়গার মতই এখানেও গরীবী, লিঙ্গবৈষম্য, বিনা সুরক্ষিত যৌনসম্পর্কের জন্য HIV-র সংখ্যা বেড়েই চলেছে।

কিউবাতে HIV-র প্রকোপ প্রাপ্তবয়স্কদেব মধ্যে ০.১ % ।এখানে সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব হল HIV - আক্রান্ত গর্ভবতী মায়েদের কিভাবে HIV প্রতিরোধের কথা বলা হচ্ছে, যাতে এই বিষক্রিয়া নবজাত শিশুদের মধ্যে না পৌঁছায়। এত ভাল কাজ করার জন্য এখানে কেবলমাত্র একশ' নবজাত শিশু HIV পজিটিভ। এখানে HIV - র প্রকোপ অনেকটাই আয়ত্তের মধ্যে চলে এসেছে।

নর্থ আমেরিকা, পশ্চিম এবং মধ্য ইউরোপ

এখানে ৬৫,০০০ লোক ২০০৫ সালে HIV-তে আক্রান্ত হয়েছিল এবং দু' লক্ষ লোকেরা HIV-র শিকার হয়। AIDS-এ মৃত্যুর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অনেক কম এইসব জায়গায়।

এখানে দেখা গেছে HIV- র সংখ্যা সমকামী পুরুষের মধ্যে অনেক বেশি। ইংল্যাণ্ড এবং ভারতের মধ্যে HIV/AIDS আক্রান্তদের তুলনা করলে খুব বেশি পার্থক্য দেখা যায় এই বিষয় নিয়ে। এর মূখ্য কারণ হল দুই দেশের স্বাস্থ্য -ব্যবস্থা। ভারতের তুলনায় ইংল্যাণ্ডের সুযোগ-সুবিধা, ART- র চিকিৎসা অনেক ভাল। লোকেরা অতি সহজেই এই রোগের চিকিৎসার সুযোগ লাভ করে। সেই জন্যই ইংল্যাণ্ডে ৬৮,০০০ মানুষ HIV/AIDS-এ আক্রান্ত এবং ভারতে সেই সংখ্যা ৫৭,০০০,০০ .

মহামারীর স্থিতি

HIV/AIDS মহামারী প্রথম থেকেই ভারত এর ওপর প্রকোপ ফেলতে শুরু করেছে। এখন দেখা গেছে যে, ভারত পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি HIV/AIDS-আক্রান্ত দেশ। কিছু লোকের মধ্যে এখানে পর্যাপ্ত পরিমাণে জ্ঞান নেই HIV/AIDS - এর সম্বন্ধে।

বিভিন্ন কারণ যেমন – সামাজিক এবং আর্থিক পরিস্থিতি, যৌনসম্পর্ক সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা, মানুষকে এক জায়গা থেকে ঘন ঘন অন্য জায়গায় স্থানান্তর করা, এই সবের জন্য ভারত HIV/AIDS - এর মূল পর্যায় এসে দাঁড়িয়েছে।

এইসব উপরোক্ত কারণ থাকা সত্ত্বেও HIV - র প্রকোপ আগের তুলনায় বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতে তামিলনাডুতে অনেকটা আয়ত্তের মধ্যে আনতে পারা গেছে।

NACO (National AIDS

Control Organisations) ভারতকে এইভাবে বিচার করেছে যে, এখানে বিভিন্ন প্রকারের লোক আছে (High Risk Group), যারা বিপদের সম্মুখীন হন। তাঁদের মধ্যে আছেন বিশেষ করে ট্রাকচালকরা, ইঞ্জেক্সন-এর সাহায্যে নেশা করে যারা, যৌনকর্মী এবং সমকামী পুরুষরা। ভারতে এটাও দেখা গেছে, এই সমস্ত লোকদের থেকে সাধারণ লোকের মধ্যেও HIV-ভাইরাস খুব সহজেই পৌঁছে যাচ্ছে।

২০০৬ সালে NACO - এর এক রিপোর্টে বলা হয় যে, এই মহামারীর সবচেয়ে যারা বিপদে আছেন তারা হলেন - - যৌনকর্মীরা, তারা তাদের গ্রাহকদের অতি সহজেই রোগটি সংক্রামিত করছেন। এমনি করে STI রোগীরা, নেশাগ্রস্ত লোকের সঙ্গীরা ইত্যাদি ইত্যাদি সবাই বিপদের মধ্যে থাকেন। এই অবস্থাটা ঠিক তখন আসে যখন প্রথম দলটির মধ্যে এই রোগমাত্রা ৫ % এর অধিক হয় এবং প্রায় ২ থেকে ৩ বছরের মধ্যে অন্য দলকে এরা আক্রমণ করে।

কি কি কারণে ভারতে HIV-র প্রকোপ বেড়েছে ঃ

- AIDS বিশেষ করে যুবক-যুবতী, অল্পবয়স্ক লোকদেরই আক্রমণ করে। ভারতবর্ষে ১৫-৪৯ বয়সের লোক ৮৮.৭ %HIV -তে আক্রান্ত।
- পুরুষ এবং মহিলার মধ্যে যৌনসম্পর্কের মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি HIV রোগ ছড়ায় এবং মাত্রা প্রায় ৮৫ %। কেবলমাত্র এর মাত্রা উত্তর-পূর্ব রাজ্যে কম যেহেতু ওখানে মুখ্য মাধ্যম – ইনঞ্জেকশনের মাধ্যমে নেশা করা।
- AIDS সবচেয়ে বেশি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে টিউবারকিউলোসিস (Tuberculosis) বা যক্ষ্মা রোগের সঙ্গে।
- মহিলারা প্রায় ৪০% এই রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকেন।
- অন্যান্য জায়গার মত, ভারতেও HIV/AIDS -এর কাজ বেশির ভাগ শহরের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু দেখা গেছে ৬০ % পীড়িত লোকেরা গ্রামাঞ্চল থেকেই আনছে।
- বেশির ভাগ লোক ভাবে HIV/AIDS -এ আক্রান্ত তারা কোনদিন হবেন না, এটা অন্য লোকেদের রোগ।
- HIV/AIDS -এ ভুক্তভোগী-দের অধিকারের জন্য কিছু লোক এগিয়ে এসেছে যাতে তাদেরও কম লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয় সমাজে।
- সবথেকে বড় সমস্যা হচ্ছে HIV প্রতিরোধের, আমাদের সমাজে এখনও লিঙ্গের ভেদাভেদ আছে। মহিলারা সুরক্ষিত যৌন সম্পর্কে নির্ণয় নিতে পারে না।
- অন্য কারণ হল, লোকেরা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় গিয়ে বসবাস করে কাজ করার জন্য।

ভারতে HIV কিভাবে ছড়ায়

কি কি কারণে ছড়ায়	শতকরা (%)
যৌনসংসর্গের মাধ্যমে	৮৫.০৪
মা-বাবার দ্বারা	৩.৮০
রক্ত এবং রক্তপদার্থের জন্য	২.০৫
ইনজেকশনের মাধ্যমে	২.৩৪
অন্যান্য কারণে	৬.৪৬
মোট সংখ্যা	১০০.০০

ন্যাকো থেকে প্রাপ্ত, ২০০৬

ভারতে HIV - র সংখ্যা, NACO এক পরীক্ষার পর প্রকাশ হয়। প্রথমে ৭৫০ টি কেন্দ্র গঠিত হয়। ১৯৮৮ সালে কেবলমাত্র ১৮০ টি কেন্দ্র ছিল। এখানে গর্ভবতী মায়েদের পরীক্ষা করা হয়, বিশেষ স্বাস্থ্যকেন্দ্র সমকামী লোকেদের,

ch01-061.qxd 1/20/2007 9:32 PM Page 14

এইচ আই ভি সংখ্যা বিভিন্ন সমূহের মধ্যে, ২০০৫

স্থানের ধরণ	সংখ্যা	% পজিটিভ
এ এন সি জনসংখ্যা	২৬৭	.০৪৪
যৌনসঞ্চারিত জনসংখ্যা	১৭৫	৫.৬৬
যৌনকর্মীদের মধ্যে	৮৩	৮৮.৪
সুঁইয়ের সাহায্যে যারা নেশা করে	৩০	১০.১৬
সমকামী লোকেদের মধ্যে	১৮	৮.৭৪
এ এন সি গ্রামাঞ্চলে	১২৪	০.৯৩
টিবি রোগীদের মধ্যে	৪	৯.০০
যারা বেশি স্থানান্তর করে	১	০.০০
হিজরে	১	৪৩.৯০
মোট	৭০৩	

ন্যাকোর থেকে প্রাপ্ত, ২০০৬

যৌনকর্মীদের জন্যও সুবিধা দেওয়া হয় যাতে তারা পক্ত পরীক্ষা করেন।

২০০৫ সালে ৭০৩টি জায়গায় ২,২৫,৬০০ লোকেদের মধ্যে পরীক্ষা করা হয়েছিল এবং সেখানে বেশি রোগের সংখ্যা পাওয়া যায় তাদের মধ্যে যারা বেশি বিপদের ঝুঁকি নেয় (যেমন ঃ ৪৩.৯ % হিজরাদের মধ্যে)।

NACO ১৯৯৭ সালে VCTC (Voluntory Counseling and Testing Centres) স্বেচ্ছায় পরামর্শ এবং রক্ত পরীক্ষার জন্য কেন্দ্র খুলেছিল। HIV-র সংখ্যা এর থেকেও নেওয়া হয়। এখন প্রায় ৯০০ কেন্দ্র আছে। এখানে রক্ত নেওয়ার সময় কিছু নিয়ম পালন করতে হয়। যেমন -- রক্ত নেওয়ার আগে এবং পরে পরামর্শ দেওয়া উচিত এবং কেবলমাত্র রোগীর অনুমতিতেই এই পদ্ধতি শুরু করা উচিত।

ভারতে AIDS-এর সংখ্যা (১৯৮৬ - ২০০৬)

পুরুষ	৮৮,২৪৫
মহিলা	৩৬,৭৫০
	১,২৪,৯৯৫

ন্যাকো থেকে প্রাপ্ত, আগষ্ট, ২০০৬

এত সুযোগ দেওয়ার পরেও দেখা যায় যে, কেবলমাত্র ২৪ % লোকই কেন্দ্র থেকে রিপোর্ট নিয়ে যায়।

পরবর্তীকালে রাষ্ট্রীয় স্তরে পরিবার এবং স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে যখন পরীক্ষা হবে তখন ভারতের বিভিন্ন জায়গায় রক্ত পরীক্ষার ফলাফল অনুসারে অনেক HIV-র সংখ্যা সম্বন্ধে জানতে পারা যাবে।

ভারতের সবচেয়ে HIV/AIDS-এ আক্রান্ত রাজ্যগুলো হল মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাডু, কর্ণাটক, নাগাল্যাণ্ড, মণিপুর। এইসব জায়গায় গর্ভবতী মহিলাদের মধ্যে HIV-র মাত্রা ১ %। অবশ্য তামিলনাডুতে কম।

সার্ভেতে দেখা গেছে, এত বছর কাজ করার পরও মহারাষ্ট্রে যৌনকর্মীদের মধ্যে HIV-র সংখ্যা ঘাটতি হয়নি। এর কারণেই যৌনকর্মীদের মাধ্যমে তাদের গ্রাহকরা আক্রান্ত হয় HIV-তে এবং স্বামীরা তারা নিজেদের স্ত্রীদের যৌনসম্পর্কের মাধ্যমে রোগ দিয়ে থাকে। HIV-র প্রকোপ সমকামী ব্যক্তিদের মধ্যেও পাওয়া যায় এবং এদের মধ্যে অনেকেই মহিলাদের সঙ্গেও যৌন সম্পর্কে লিপ্ত থাকে। HIV-র সমীক্ষা বলে যে, ৫৭% লোক যারা

৯৫ জেলায় HIV-র সংখ্যা > ১ %

রাজ্য	জেলা
রাজস্থান	গঙ্গানগর
বিহার	অ্যারারিয়া
নাগাল্যাণ্ড	ডিমাপুর, কোহিমা, মন, ফেক, ভুয়েসাঙ্গ, ওঘা, জুনহেবত, চেনডেল, চুরাচানপুর, পূর্ব ইম্ফল, পশ্চিম ইম্ফল, সেনাপতি, তামেঙ্গলন, উখারুল
মিজোরাম	আইজল, চম্পাই
পশ্চিমবঙ্গ	বর্ধমান, কোলকাতা, পুরুলিয়া, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা
উড়িষ্যা	গঞ্জাম
গুরজাত	মেহসানা, সুরাট
মহারাষ্ট্র	অ্যাহমদনগর, অমরাবতী, ভাণ্ডারা, বিড, চন্দ্রাপুর, হিঙ্গোলি, জলগাঁও, জলনা, কোলাপুর, লাতুর, মুম্বাই, নাগপুর, নানডেড, নানডুরবার, নাসিক, ওসমানাবাদ, পুনে, রত্নাগিরি, সাঙ্গলি, সাঁতারা, শোলাপুর, থানে, অভাতমল
অন্ধ্রপ্রদেশ	অদিলাবাদ, অনন্তপুর, চিত্তুর, পূর্ব গোদাবরী, গুন্টুর, হায়দ্রাবাদ, করিমনগর, খামাম, কৃষ্ণা, কুর্নুল, মেডক, নালগোণ্ডা, নেলোর, প্রকাশম্, রাণগারেডি, শ্রীকাকুলাম, ভাইজাগ, ভিজিয়ানাগ্রাম, ওয়ারেঙ্গাল, পশ্চিম গোদাবরী,
কর্ণাটক	বাগালকোট, ব্যাঙ্গালোর, বেলগাঁও, বিজাপুর, চামরাঞ্জনগর, চিকমাগালুর, ডেভানগিরি, ডাওয়াড, গাদাগ, গুলর্বাগা, হাসান, কোডাগু, কোলার, কোপাল, মানডাভা, মাইশোর, শিমোগা, ইরোডে, কারুর, কৃষ্ণাগিরি, মাদুরাই, নামাখাল, পেরামবালুর
তামিলনাডু	নীলগিরি, তিরুচিরাপল্লী, ত্রিভুনানামালাই, বিরুদ্দুনগর।

ন্যাকো থেকে প্রাপ্ত, আগষ্ট, ২০০৬ এই সংখ্যাগুলি এএনসি গ্রুপের মধ্যে এ্যানুয়াল সেন্টিনেল সার্ভিলেন্স ২০০৫ এ নেওয়া হয়েছিল।

সমলিঙ্গ তারা আবার বিবাহিত।

গুজরাতে, পণ্ডিচেরীতে, গোয়াতে HIV-র সংখ্যা বেশি দেখতে পাওয়া যায়। সাধারণত এসটিডি ক্লিনিকে, নেশাখোর লোকেদের মধ্যে বেশি দেখা যায়। এছাড়া, ভারতের অন্যান্য জায়গায় ততটা HIV-র প্রকোপ এখনও দেখা যায়নি। তামিলনাডুতে সমীক্ষা করে দেখা গেছে যে, ২০০৩ সালে ট্রাক ড্রাইভারদেব মধ্যে ২% HIV-রোগ কম হয়েছে সেখানে ১৪% ১৯৯৬ সালে কম হয়েছিল।

NACO-তে AIDS-এর সংখ্যা যা রির্পোট করা হয়েছে

1,24,995 (as on August 31, 2006)

অন্ধ্রপ্রদেশ	১৫,০৯৯	লাক্ষা দ্বীপ	০
বিহার	১৫৫	মধ্যপ্রদেশ	১৭২৯
ছত্রিশগড়	০	মহারাষ্ট্র	১৪,৩২৫
চণ্ডিগড়	১৯৩৪	উড়িষ্যা	৬৪১
দিল্লি	২৭৫৯	নাগাল্যাণ্ড	৭৩৬
দাদরা এবং নগরহাভেলি	০	মণিপুর	২৯৪৬
গোয়া	৬৫৭	মিজোরাম	১০৬
গুজরাত	৬,৪৭৩	রাজস্থান	১১৫৩
হরিয়াণা	৬৫৫	তামিলনাডু	৫২,০৩৬
জম্মু এবং কাশ্মীর	২	উত্তর প্রদেশ	১,৭৫১
কর্ণাটক	৪৩৪৫	পশ্চিমবঙ্গ	২৩৯৭
কেরালা	১৭৬৯	মুম্বাই	১০,৩৬২

ন্যাকো থেকে প্রাপ্ত, আগষ্ট, ২০০৬